কালীপূজা ২০২৪

—বনানী ভট্টাচার্য্য

অনেকদিন ধরে রাকেশের ইচ্ছে পুরী যাওয়ার। সেই মতো খুব তাড়াতাড়ি টিকিট কাটা হলো। **৩০শে অক্টোবর ২০২৪** তারিখের টিকিট পাওয়া গেল। ট্রেন : দুরন্ত এক্সপ্রেস। ৩০শে অক্টোবর ২০২৪, বুধবার ছিল **ভূত চতুর্দশী**। ৩১শে অক্টোবর ২০২৪ ছিল **কালীপূজা**।

টিকিট কাটার পর আমার মনে পড়ল, দিদার বাড়ি থেকে পাওয়া মা কালী'র কলস পাত্রটিতে জল ভরে পূজা কে করবে! পরে ভাবলাম, এবার না হয় থাক, পরের বছর পূজা করব। এরপরে নানা রকম কাজের ব্যস্ততায় দিন কাটতে লাগল। ২৬ অথবা ২৭ তারিখ নাগাদ পুবালিকা বৌদি ফোন করে জানতে চাইলেন, এবারের কালীপুজোতে আমি আশ্রমে রাতে থাকতে পারব কি না। আমিও জানালাম, ৩০শে অক্টোবর আমরা পুরী যাচ্ছি। এদিকে মনে মনে বলতে লাগলাম, আমি যদি একা থাকতাম তবে টিকিট ক্যান্সেল করেই আশ্রমে চলে যেতাম। কারণ আমার কাছে আশ্রম কোনো অংশে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চেয়ে কম নয়।

যাই হোক এরপর দিনগুলো ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগলো। ২৯শে অক্টোবর ২০২৪ কাজ থেকে ছুটি নিলাম লাগেজ প্যাক করার জন্য। সেই মতো খুব সামান্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে নিলাম আমরা দুজনে মিলে মার্কেট থেকে।

সেই রাতে ছোট্ট রাজন্যা বলতে লাগল, ''ওশান, লিফট বাড়ি যেতে হবে না (পুরী বলতে ও ওটাই বোঝে)। জগন্নাথ ঠাকুরকে দেখতে যাব না।'' তখন আমিও মনে মনে মজা করে বললাম, ''ভালোই হবে তবে, তোরা বাবা-মেয়ে দুজনে বাড়ি থাকবি, আর আমি সেই সুযোগে আশ্রম থেকে ঘুরে আসব।'' এদিকে মা স্বয়ং আমার সাথে রসিকতায় মশগুল, তা কে জানতো।

এরপর **৩০শে অক্টোবর ২০২৪**, বুধবার এল। সকালে কেন জানি না, মা কালী'র ঘটটায় কে জল দেবে এই ভাবনা মাথা থেকে সরছিল না। মনে মনে মায়ের কাছে অনেকবার ক্ষমা চেয়ে নিলাম। তারপর আমরা দুজনে মিলে বাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম।

সব রেডি রাত ৮টার ট্রেন। আমরা ক্যাব বুক করে তিনজনে রওনা দিলাম **৫:১০-৫:১৫ নাগাদ।** রাস্তায় প্রচণ্ড ট্রাফিক। **মোমিনপুর পৌঁছতে সন্ধে ৬টা বেজে গেল**। এবার রাকেশ খেয়াল করল যে, সে ঘড়ি পরতে ভুলে গেছে। তারপর খেয়াল করল যে তার মানিব্যাগটাও পকেটে নেই। মানিব্যাগ বাড়িতে ফেলে এসেছে।

ক্যাব ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। এরপর কী করব ভাবতে ভাবতেই রাকেশ বলল, সে বাড়ি থেকে পার্স নিয়ে ঠিক সময়ে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে যাবে। তাই আমি যেন মেয়েকে নিয়ে আগে শিয়ালদহ চলে যাই। সেই মতো আরেকটা টু-হুইলার অনলাইনে বুক করা হলো। কিন্তু জ্যামের জন্য সেটি আসতে আসতে **৬:৩৫ বেজে গেল**।

এরপর ক্যাব ড্রাইভার আমাদের নিয়ে স্টেশনের দিকে এগোতে লাগল। ছোট মেয়েও গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ল, বাবা না এলে কী হবে—এই ভেবে। আমি বোঝাতে লাগলাম যে চিন্তার কিছু নেই, আমি তো সাথে আছি।

স্টেশনের কাছে পৌঁছলাম যখন, ঘড়িতে তখন **৭:৩০** বাজে। আমরা দুজনে ক্যাব থেকে নামব, এমন সময় রাকেশ ফোন করে বলল যে সে, এখনো বেহালা চৌরাস্তার ট্রাফিক জ্যামে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলল মেয়েকে নিয়ে পুরী চলে যেতে, তারপর সে কিছু একটা করে চলে আসবে। কিন্তু এবার আমি রাজি হলাম না। আমি বললাম যে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরব। সেই মতো আমরা ওই একই ক্যাবে ফিরতি যাত্রা শুরু করলাম। ফিরতে ফিরতে যথারীতি অনেক দেরি হয়ে গেল।

রাকেশের ভীষণ মন খারাপ। অথচ আমার এবং মেয়ের কোনো মন খারাপ নেই। মেয়ে ছোটো, তার মন খারাপ না হওয়া স্বাভাবিক, কারণ সে বিশেষ কিছু বোঝে না এখনো। কিন্তু আমার কেন এত আনন্দ হলো, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। বাড়ি ফিরে আমি জানালাম যে কাল রাতে কালীপুজোয় আমি আশ্রমে যাব। একটু জোর দিয়েই বললাম যে তাকে এবং মেয়েকে নিয়েই যাব। সারারাত আশ্রমে থাকব। মন খারাপ নিয়েই সে একপ্রকার রাজি হয়ে গেল।

রাকেশ বেশ খানিকটা অসুবিধার মধ্যেই দু'দিনের জন্য পুরী যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। সেটি তার নিজের ভুলে ভেস্তে যাওয়ায় সে খুব ভেঙ্গে পড়েছিল, কথাও ঠিকভাবে বলতে পারছিল না।

''মা কালী'' বল তোমরা বা ''ঠাকুর বিজ্ঞানানন্দ''—আমার কাছে এক। ওনার প্রেম তিনি না বোঝালে বোঝার উপায় নেই। এই ঘটনার কিছুদিন আগে একদিন মনে মনে ভাবছিলাম যে বহু বছর কালীপুজোয় ঠাকুরের কাছে যাওয়া হয়নি। কিন্তু কে জানত, তিনি এভাবে কান ধরে টেনে নিয়ে যাবেন নিজের কাছে।

পরের দিন, **৩১শে অক্টোবর—কালীপুজোর দিন**। ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করতে গিয়ে কেন জানি না খুব খারাপ লাগল। এরপর অমাবস্যার দিন মা কালীর ঘট পূজা করলাম নিজের মতো করে। কিন্তু তখন হঠাৎ পুরী যেতে না পারায় খুব খারাপ লাগল। অথচ পূজা করার পর আর কোনো দুঃখ নেই মনে।

রাকেশ যদিও তখনো জর্জরিত। এরপর রাতে ভবানীপুরে পৌঁছলাম আমরা তিনজন। সারারাত খুব আনন্দ করলাম আমরা তিনজনে। বিশেষ করে আমি এবং আমার মেয়ে। ফিরলাম ভোর **৫:৩০ নাগাদ**।

দুপুরবেলা রাকেশ আমাকে আলাদা করে ডেকে বলল, ''জানো আশ্রম থেকে ফিরে আসার পর আমার আর কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কেন জানি না।'' আরও বলল যে ঠাকুরের আরতির সময় তার মনে হচ্ছিল যে ঠাকুর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত আছেন।

লাভ-ক্ষতির হিসেব করতে গেলে হয়তো মনে হবে অনেক টাকা এবং সময় বৃথা গেল। তবে এখন ইতিবাচক থাকা ছাড়া আর কোনো লাভ নেই। যাইহোক, আমি এত হিসেব বুঝি না, বুঝতেও চাই না। কারণ আমি শুধু আমার মাকে চিনি। আর জানি, আমার মাথার উপর আমার মায়ের হাত আছে। যা নেওয়ার উনি তা নেবেন, যা দেওয়ার উনি তা দেবেন। আমার ভালো-মন্দ তিনিই বুঝবেন। তাই আমার অত বুঝে কাজ নেই। আমি শুধু আমার মায়ের কোলে এ রকম আনন্দে থাকতে চাই।

একটা গান মনে পড়ে গেল :

"আমি তারেই জানি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে
তারি দানে দাবি আমার যার অধিকার আমার দানে।
যে আমারে চিনতে পারে সেই চেনাতেই চিনি তারে গো
একই আলো চেনার পথে তার প্রাণে আর আমার প্রাণে।''

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর